MAR. 29 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সিন্ডিকেট, একাডেমিক ও ফাইনান্স কমিটির নির্বাচন নিয়ে ঢাবি সরগরম

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারের সিন্ডিকেট, একাডেমিক ও ফাইন্যান্স কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন ২০০১ নিয়ে প্রত্যেক দলই শিক্ষকদের মনোযোগ আকর্ষণে শেষ মুহূর্তের প্রচারণা চালাতে সচেষ্ট।

বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার কিছুপূর্বে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচন এবার আলাদা মাত্রা পেয়েছে। নির্বাচনে অংশ নেওয়া তিন দল আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল, বিএনপি-জামাত সমর্থিত সাদা এবং দলনিরপেক্ষ গোলাপী দল প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তুলে ধরে প্রচারণা চালাচ্ছে।

আগামী ২৯ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচনে নীল দল তাদের প্রচারণায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়ন, শিক্ষকদের পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণ, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষাপদ্ধতির আধুনিকায়ন প্রভৃতির কথা উল্লেখ করছে। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে সন্ত্রাস, হানাহানি, সেশনজট দূর, নতুন নতুন বিভাগ, ভবন ও ইনস্টিটিউট চালু, শিক্ষকদের আবাসিক সমস্যার সমাধানে নতুন টাওয়ার ভবন নির্মাণ, শিক্ষক কর্মকর্তাদের স্বাস্থ্যবীমা প্রভৃতি সাফল্যের কথাও নীল দল তুলে ধরছে শিক্ষকদের কাছে।

নীল দল ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা সমাধানে নতুন হল নির্মাণ, সিনেট হল নির্মাণসহ বিভিন্ন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করছে নির্বাচনী প্রচারণায়।

নীল দল মনে করছে তাদের প্রার্থীরা অন্যদের চেয়ে যোগ্য। তাই তাদের জয়ের সম্ভাবনা বেশি। বিগত শিক্ষক নির্বাচনে নীল দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে তারা আশা করছেন শিক্ষকদের পূর্বের মনোভাবের প্রতিফলন এবারের নির্বাচনেও অব্যাহত থাকবে।

নির্বাচনে বিএনপি-জামাতপন্থী সাদা দল তাদের প্রচারণায় বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অতিমাত্রায় রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, প্রশাসনের দুয়োরানী নীতি, ক্যাম্পাসের অশান্ত পরিস্থিতি, আড়াল করা হল থেকে ভিন্নমতাবলম্বী ছাত্রদের বের করে দেওয়া, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শিক্ষকদের বাসায় ডাকাতি প্রভৃতি অব্যবস্থাপনার কথা তুলে ধরছেন।

যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে দলীয় প্রার্থীকে শিক্ষক নিয়োগ, অযৌক্তিকভাবে শিক্ষক শো-কজ, একটি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে অস্বচ্ছতা প্রভৃতি বিষয়ও তারা শিক্ষকদের কাছে তুলে ধরছেন। সাদা দল বর্তমান উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্যের আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যপদ গ্রহণের বিষয়টিকেও সবার কাছে প্রচার করছেন।

তারা বলছেন, বর্তমান সিন্ডিকেটের ১১ জনই সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত। তাই বাকি ৬টি পদে তারা নির্বাচিত হলে বিরোধিতার কোনো সুযোগ থাকবে না। শক্তির ভারসাম্য থাকবে না। উল্লেখ্য, বিগত সিন্ডিকেট নির্বাচনে ৬ জন শিক্ষক প্রতিনিধির ৩ জন ছিলেন সাদা দলের এবং ৬ জন ছিলেন নীল দলের।

সিন্ডিকেট নির্বাচন আরো দেরিতে হওয়ার কথা থাকলেও বর্তমান সরকারের ক্ষমতা ত্যাগের ঘোষণা শুনে কর্তৃপক্ষ নির্বাচন এগিয়ে এনেছেন এই অভিযোগ করেছেন সাদা দলের এক প্রার্থী।

বিগত নির্বাচনগুলোতে গোলাপী দল উল্লেখযোগ্য জয়লাভ না করলেও অস্তিত্বের রক্ষায় তারা প্যানেল দিয়ে থাকেন বলে জানা যায়।